বাঙালি জওয়ানের মৃত্যুর বদলা, বিএসএফকে কুর্নিশ জানাই

পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে বাঙালি জওয়ান রাধাপদ হাজরার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত যেভাবে বদলা নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। এর জন্য প্রশংসা করা দরকার ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর। এমন প্রত্যাঘাতের দরকার ছিল। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বৃহস্পতিবার ১০-১২ জন পাক রেঞ্জার্সকে গুলি করে মেরেছে। অন্তত ৩টি পাক সেনা চৌকি গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিএসএফ। এভাবেই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পাকিস্তানের চালানো গুলিতে বাঙালি জওয়ানের মৃত্যুর বদলা নিল। এই বাঙালি জওয়ান রাধাপদ হাজরা নদিয়ার তেহট্টের। দেশের মাটি রক্ষায় তিনি প্রাণ দিলেন। এরচেয়ে বড় আর কী হতে পারে। তার আত্মবলিদানের কথা সেনাবাহিনী ও বাঙালিরা চিরকাল মনে রাখবে। এই বীর শহিদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। প্রসঙ্গত, বুধবার জম্মুর সাম্বা সেক্টরে পাকিস্তানের গুলি চালনায় বিএসএফ জওয়ান রাধাপদ হাজরার মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকেই এই সেক্টরে পাকিস্তানের হামলাদারদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। এবার সুযোগ বুঝে পাল্টা প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। পাকিস্তান এবার বুঝেছে যে, ভারত কোনও অংশে দুর্বল নয়। পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করলে ভারত সঙ্গে সঙ্গে তার পাল্টা এবং কঠোর জবাব দেবে। এর দরকার ছিল। এবার ইসলামাবাদ শান্তেস্তা হবে।

ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী একই দিনে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। জম্মু জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে অনুপ্রবেশের ছক ভেস্তে দিয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ। বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আরনিয়া সেক্টরের নিকোয়াল বর্ডার আউট পোস্টের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে পড়ে বাহিনীর জওয়ানদের। তারা চ্যালেঞ্জ জানান। সঙ্গে সঙ্গে পাক বাহিনী গুলি চালাতে শুরু করে। এতে এক পাক অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়েছে। বিএসএফের এই পদক্ষেপ অবশ্যই বড় সাফল্যে দাবি রাখে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শিকদার পাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগচী আসিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন। ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য 'অহল্যা পাষাণীর পট' আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মতো লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, "অনেক কাল হলো দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। নাহাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি 'রাধে রাধে' করতো। ঢং নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। গানগুলি বৈরাগ্যপূর্ণ। ঠাকুরের মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা ও সন্ন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি নরেন্দ্রের উদ্দীপনা হইল?

নরেন্দ্র'র গান--

১) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
২) অন্তরে জাগিছো উমা অন্তরযামিনী।
৩) কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-স্বজন পরাণ-মধুপ, চিরমগন না রয় হে!

ত্রিংশ খণ্ড
শ্যামপুকুরবাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিত্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।
প্রথম পরিচ্ছেদ
শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা-- শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি, ১৬ কার্ত্তিক। ৩১ অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৯টা। এখানে ভক্তেরা দিবারাত্র থাকেন ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও কেহ সংসারত্যাগ করেন নাই।

দিনপঞ্জিকা

২১ পৌষ, ভাঃ ১৬ পৌষ, ৬ **জানুয়ারী**, ২১ পুষ, সংবৎ ৫ মাঘ বদি, ১৮ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২। **শনিবার**, পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।৫৫ মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৫৪ মিঃ। আয়ুষ্মানযোগ অপরাহ্ণ ঘ ৪।২৯ মিঃ। কৌলববকরণ, দিবা ঘ ১১।৪০ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৫৫ গতে গরকরণ, **জন্মে**--সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ৭।৫৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**--একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।৩ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৫।২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৬।৪৩ মধ্যে ও ৪।৪৪ গতে ৬।২৪ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই, রাত্রি ঘ ১০।৫৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**-- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **যাদুসম্রাট পি সি সরকারের তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ**--দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫০ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ২।৫৮ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৫।২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ১।৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**-- রাত্রি ঘ ২।৫২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২১ পৌষ, ভাঃ ১৬ পৌষ, ৬ **জানুয়ারী**, ২১ পুষ, ১৮ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।২। শনিবার, পঞ্চমী রাঃ ঘঃ ১০।৫৫।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র
শেষ পর্ব

শুরু হবার পর থেকে আবাসন মিশনের আওতায় প্রায় ২৪ লক্ষ বাড়ি তৈরির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ বাড়ির। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দবিশিষ্ট যে, ৫১৪৭-টি প্রকল্প বিবেচিত হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৭ হাজার ২১০ কোটি টাকা। ৩১ জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত গৃহীত হিসাবে দেখা যাচ্ছে CLSS-এর জন্য ৪৮,৮৬৩-টি নতুন বাড়ি তৈরি খাতে ভরতুকি দেওয়া হয়েছে ৯৬২ কোটি টাকা প্রকল্প রূপায়ণের কাজ কী অবস্থায় রয়েছে তা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে; সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির দ্বারা। উন্নতমানের নকশা ও কারিগরি প্রকৌশল গ্রহনের ফলে অনুমোদিত নির্মাণ প্রকল্পের কাজে গতি এসেছে। BLO প্রকল্পগুলিতে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নজরদারির জন্য জিও-ট্যাগিং-এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এবং উপকৃতদের সকলকেই আধার-যুক্ত করা হয়েছে।

আবাসন কর্মসূচিগুলিতে উদ্ভাবনমূলক সুস্থায়ী আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তি গ্রহণ করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। PMAY-U -এর আওতায় গোটা প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করার জন্য গঠন করা হয়েছে একটি প্রযুক্তি সহায়ক মিশন। এর দ্বারা বিভিন্ন ভূ-আবহাওয়া অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুণমানবিশিষ্ট নির্মাণ, সবুজ প্রযুক্তি এবং নমনীয় নকশা বিন্যাসকে সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সহায়ক মিশনের সাহায্যে বিভিন্ন এজেন্সি, নিয়ন্ত্রিণকারী ও প্রশাসনিক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হচ্ছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজকে যাতে আরও বেশি বিপর্যয় রোধক ও সুস্থায়ী প্রকৌশল-নির্ভর করে তোলা যায় তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। নকশা প্রণয়নের সময় স্থানিক উপযোগিতা যাচাই করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আবাসনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে স্থানীয় স্তরে নির্মিত ইট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং লক্ষ্য রাখা হচ্ছে সিমেন্টসম্পৃক্ত মৃত্তিকা বা ফ্লাই অ্যাশের মতো সুলভ প্রকৌশল ব্যবহার করার ওপরও। সুস্থায়ী ও সুসংবদ্ধ ও সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে জ্বালানি-দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিও কর্মসূচির নির্দেশিকায় স্থান পেয়েছে। হাতে কলমে প্রদর্শনের সাহায্য নিয়ে নতুন প্রযুক্তির আবাসন নির্মাণে ১৩-টি রাজ্যকে আগ্রহী করে তোলার প্রয়াসও শুরু হয়েছে।

আবাসন মিশনের সঙ্গে অন্যান্য নগরোন্নয়ন মিশনের সমকেন্দ্রিকতা

নগরোন্নয়ন কর্মসূচিগুলিকে

সমন্বিত করা হলে সামাজিক ও বাহ্যিক পরিকাঠামোযুক্ত আবাসনের চাহিদা সত্বর পূরণ করা সহজ হয়ে ওঠে।

'Smart Cities Mission (S.C.M.)'-কে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের ফ্ল্যাগ মিশন বলা যেতে পারে। মিশনটির উদ্দেশ্য হল সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে চিহ্নিত শহরগুলিতে মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং নাগরিকদের জীবনযাপনকে উচ্চমানে পৌঁছে দেওয়া। 'স্মার্ট সিটি' বিকাশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তাব রয়েছে তার মধ্যে আবাসন অন্যতম। 'স্মার্ট সিটি'-র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, যার ফলে ঘিঞ্জি বস্তি-সহ বর্তমান এলাকাগুলির পরিকল্পিত পুনর্গঠন ঘটবে এবং সমগ্র শহরই আরও উন্নতমানের হবে। বেশ কয়েকটি স্মার্ট সিটি প্রস্তাবে আবাসনের উন্নয়ন গুরুত্ব পাওয়ায় এগুলির সঙ্গে PMAY-এর সমকেন্দ্রীকতা স্থাপিত হবে।

'Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation' বা নগরাঞ্চল পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তর সংক্রান্ত অটল মিশন আবাসনের মৌলিক পরিকাঠামো গড়ার কয়েকটি সংস্থান রয়েছে। এগুলি হল : প্রতিটি বাড়িতে জল ও শৌচালয় সংযোগ, উন্মুক্ত জায়গায় উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যবস্থার সাহায্যে দূষণ হ্রাস। দেশের ৫০০টি শহর এই মিশনের আওতাভুক্ত। কর্মসূচিগুলির সঙ্গে সমকেন্দ্রিকতা বজায় রাখলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ক্ষেত্রেরও উন্নতি ঘটবে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের (নগরাঞ্চল) উদ্দেশ্য হল উন্মুক্ত স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ বন্ধ করা, মানুষের দ্বারা আবর্জনা বহন নিষিদ্ধ করা এবং পৌর এলাকায় কঠিন বর্জ্য পদার্থের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা। মিশনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল বাড়ির অভ্যন্তরে শৌচাগার নির্মাণ। PMAY-এর সঙ্গে আলোচ্য মিশনের সমকেন্দ্রিকতা অনায়ম ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়ক হবে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা--জাতীয় শহরাঞ্চল জীবিকা সংস্থান মিশন বা 'Nationnal Urban Livelihood Mission' (DAY-NULM)-এ শহরাঞ্চলীয় আশ্রয়হীনদের স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সুযোগ পৌঁছে দেবার সংস্থান রয়েছে। এটির আরও উদ্দেশ্য হল শহরাঞ্চলীয় আশ্রয়হীনদের, বিশেষ করে দুর্বল ও অসহায় মানুষের বিশেষ চাহিদাগুলি পূরণ করা।

এছাড়াও রয়েছে জাতীয় নগরাঞ্চলীয় স্বাস্থ্য মিশন বা National Urban Health Mission। এই মিশনে শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ দেবার এবং তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয় লাঘব করার সংস্থান রয়েছে। মিশনটির সঙ্গে সমকেন্দ্রিকতা থাকায় -- সার্বিকভাবে আরও ফলপ্রসূ হবে।

উপসংহার

২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসনের জাতীয় লক্ষ্যপূরণে অগ্রগণ্য শর্ত হল সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক প্রয়াস। প্রয়োজন রয়েছে সেরা পদ্ধতি অবলম্বন করে উন্নতমানের কাজকর্ম পরিচালনার। সংবিধানে 'আবাসন ও নগরায়ন' রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়, তাই মিশনকে সার্থক করে তুলতে রাজ্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যগুলিকে অবশ্যই এমন একটি সংঘবদ্ধ আবাসন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে অগ্রাধিকার পাবে সঠিক প্রাপ্তিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো। নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি রাখতে হবে আবাসন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনার দিকটির ওপরও। শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের দাবি মেটাতে স্বল্পব্যয়বিশিষ্ট প্রকৌশল ও দ্রুত সম্পন্নযোগ্য নির্মাণ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে ব্যাপক মাত্রায়। আর এভাবেই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন এজেন্সি-সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মিলিত অঙ্গীকারই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভিসন-কে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে এবং ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আগেই পূরণ হবে সকলের জন্য আবাসনের স্বপ্ন।

জি এস টি : নতুন যুগের নতুন ভোর

উপেন্দর গুপ্তা
শেষ পর্ব

ix) কুড়ি লক্ষ টাকার (সংবিধানের ২৭৯ এ ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর বাদে বাকি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে হল লক্ষ টাকার) নীচে টার্নওভার হলে সেই ব্যবসাকে CGST এবং SGST/UTGST ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ছোটো ব্যবসায়ীদের (নির্দিষ্টভাবে বিশেষ পণ্য উৎপাদক এবং পরিষেবা প্রদানকারীরা ছাড়া) জন্য কম্পোজিশন স্কিম (অর্থাৎ, ট্যাক্স ক্রেডিট ছাড়াই একটা নির্দিষ্টকৃত ধ্রুব হারে কর দেওয়া)-এর পথও খোলা রাখা হয়েছে। এর আওতায় পড়ছেন সেই ব্যবসায়ীরা, যাদের ব্যবসার বার্ষিক টার্নওভার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা অবধি (সংবিধানের ২৭৯এ ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতিরেকে) বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে, আর পঞ্চাশ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভার।

x) রপ্তানি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) -কে করা সরবরাহ জিরো-রেটেড (অর্থাৎ, এমনিতে এগুলি জি এস টি আওতায়, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের হার শূন্য)।

xi) পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল বা পরিষেবার ওপর দেওয়া 'CGST'-র জন্য প্রাপ্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (ITC) উৎপাদনের ওপর প্রদেয় CGST দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে। একইভাবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট উৎপাদনের ওপর প্রদেয় CGST দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে। একইভাবে ইনপুটের ওপর প্রদান করা SGST/UTGST আউটপুটের ওপর প্রদেয় SGST/UTGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ, দুই ধরনের ITC-র পারস্পরিক ব্যবহার (Crossutilization) সম্ভব নয়। আন্তরাজ্য সরবরাহের ওপর প্রদত্ত IGST-এর ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ব্যতিরেকে এই বিষয়ে ITC সদ্ব্যবহার করার অনুমোদিত উপায়গুলি হল :

b) CGST প্রদান করে (ইনপুটের ওপর) প্রাপ্ত ITC আউটপুটের ওপর প্রাপ্তব্য যথাক্রমে CGST এবং IGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

c) SGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC ব্যবহার করা যাবে যথাক্রমে SGST এবং IGST প্রদান করার জন্য।

d) UTGST প্রদান করে ITC প্রাপ্ত ব্যবহার করা যাবে যথাক্রমে IGST, CGST এবং SGST/UTGST প্রদান করার জন্য। CGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITCSGST/UTGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না, এবং SGST/UTGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC CGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

xii) বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির বা কর প্রদানকারীর ট্যাক্স e-filing রিটার্ন করার সমরসীমা বিভিন্ন।

xiii) কর প্রদান করার জন্য যে বিভিন্ন রকম পথ আছে সেগুলি হল : ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (NEFT) /রিয়াল টাইমস গ্রস্ সেটেলমেন্ট (RTGS)।

xiv) ট্যাক্স রিফান্ড পাওয়ার জন্য কর প্রদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রাসঙ্গিক (Relevant) তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

xv) পঞ্জীকৃত (Registered) ব্যক্তি বা সংস্থার প্রদেয় করের ক্ষেত্রে স্বয়ং-মূল্যায়ন (Self-assessment) করের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

xvi) পঞ্জীকৃত (Registerd) ব্যক্তি বা সংস্থার নিরীক্ষা (Admit) করতে হবে আইনকানুনের সঙ্গে মানাতা নিশ্চিত করার জন্য।

xvii) রাজ্যগুলিতে অ্যাডভান্সড রুলিং অথরিটি কর সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে স্পষ্টতা ব্যাখ্যা করবে। কেন্দ্রিয় সরকার CGST Act-এর আওতায় এই রকম একটা কর্তৃপক্ষ তৈরি করবে।

xviii) ব্যবসায়ীরা যাতে পণ্য ও পরিষেবার ওপর প্রদেয় মোট করের পরিমাণ কমে যাওয়ার সুবিধা উপভোক্তাদের হস্তান্তর করে, তার জন্য 'মুনাফাবাজি প্রতিরোধক' বা 'অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং' বিধি রাখা হয়েছে।

xix) বর্তমান করদাতাদের নতুন জি এস টি ব্যবস্থায় মসৃণ রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থান্তরকালীন সংস্থান রাখা হয়েছে।

জি এস টি-র সুবিধা

(A) মেক ইন ইন্ডিয়া :

i) গোটা দেশকে এক সাধারণ ও সমন্বিত বাজারে পরিণত করবে। যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ এবং মেক ইন ইন্ডিয়া প্রচার, দুই-ই উদ্বুদ্ধ হবে।

ii) করের 'ক্যাসকেডিং' বন্ধ হবে, যেহেতু সরবরাহের প্রত্যেক স্তরে 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' পাওয়া যাবে।

iii) আইন, পদ্ধতি এবং কর হারের সমন্বয়সাধন।

iv) রপ্তানিকৃত পণ্য ও পরিষেবার ওপর প্রদত্ত করের আরও দক্ষভাবে প্রশমন করার ফলে আমাদের পণ্য ও পরিষেবাগুলি বিশ্বের বাজারে আরও প্রতিযোগিতাক্ষম হয়ে উঠবে, যার ফলে আমাদের রপ্তানি বাড়বে।

v) ব্যবসায়ীদের ওপর গড় করে বোঝা খুব সম্ভবত কমবে। যার ফলে পণ্য ও পরিষেবার দাম কমার আশা করা যায় সেটা হলে উপভোক্তারা আরও বেশি উৎপাদন বাড়বে এবং শিল্পের বৃদ্ধি হবে। এর ফলে ভারত একটি উৎপাদন কেন্দ্রে (Manufacturing hub) পরিণত হবে।

(B) ব্যবসা করার সুবিধা :

(i) সহজতর কর ব্যবস্থার এবং তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক করছাড়।

(ii) বর্তমান অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় চালু করের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে সরলীকৃত এবং সমন্বিত কর ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(iii) কর ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার খরচ (Compliance Cost) কমবে। বহু রকম করের জন্য বহু রকম নথি রাখার দরকার পড়বে না। ফলে আর্থিক বিনিয়োগ এবং লোকবলের দরকার কমবে।

(iv) সরলীকৃত এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পঞ্জীকরণ (Registration), রিটার্ন জমা করা, রিফান্ড পাওয়া, কর প্রদান করা।

(v) করদাতা এবং কর ব্যবস্থার প্রশাসনের মধ্যে পুরো সম্পর্কটা সাধারণ GSTN পোর্টালের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের সুযোগ যৎসামান্য।

করদাতাদের পঞ্জীকরণ ও কর প্রত্যাবর্তনের সাধারণ কার্যপ্রণালী, কর রিটার্নের অভিন্ন ফর্ম্যাট, করের সর্বজনীন ভিত্তি, পণ্য ও পরিষেবাগুলির অভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি কর ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা অনেকটা কমিয়ে দেবে।

(C) উপভোক্তাদের সুবিধা :

(i) পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদক এবং খুচরো বিক্রেতাদের মধ্যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের জন্য পণ্য ও পরিষেবার অন্তিম দাম কমার আশা করা হচ্ছে।

(ii) ব্যবসায়ীদের ওপর গড় করের বোঝা খুব সম্ভবত কমবে, যার ফলে পণ্য ও পরিষেবার দাম এবং সেই কারণে ভোগব্যয় বাড়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

উপসংহার

খুবকাছ থেকে দেখলে জি এস টি-কে মনে হবে এটি কয়েকটি অপ্রত্যক্ষ করের সংস্কারের সমাহার। কিন্তু আমরা যদি দূরদর্শিতার সঙ্গে এই আমূল পরিবর্তনকারী সংস্কারটিকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এটি ব্যবসার রূপান্তর, সামাজিক পুনর্জন্ম এবং একটা বিশ্বব যা আমাদের দেশের দমে যাওয়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চাকায় শক্তি জোগাবে। যা বিশ্ব অর্থনীতির খেয়ালিপনা থেকে আমাদের দেশের অর্থনীতির খেয়ালিপনা থেকে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর হাতিয়ার এবং এক ভবিষ্যৎ, "চিঃ যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।"

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

সম্পাদক সমীপেষু

ডাল-রোটি খাও

কিশোরকুমার গেয়েছিলেন 'জোয়ার ভাটা' ছবিতে 'ডাল-রোটি খাও/প্রভুকে গুণ গাও।' বর্তমানে দেখা যাচ্ছে একটা নতুন সংযোজন এসেছে, সেখানে বলা হচ্ছে এটা খাও, ওটা খাও মানে জিএসটি খাও, মানে আধার খাও আর শেষে রাস্তেমে ভিখ মাঙ্গনে যাও। আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। আবার নতুন করে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এতে মানুষ যে বিপদের সম্মুখে দাঁড়াচ্ছেন, সেটা মানুষই অনুভব করতে পারছেন মর্মে মর্মে। একটু মানুষের হেঁসেলে এসে খোঁজ নিয়ে দেখুন বর্তমানে তাঁদের অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা ছোট ছোট ব্যবসায়ী তাঁদের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, হয়ত আগামীদিনে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। বেকারের সংখ্যা আরো বেশি হয়ে যাবে। যাঁরা মানুষের সত্যিই কল্যাণ করার ইচ্ছা থাকে তবে এমন ব্যবসার সাথে থাকার ইচ্ছেটাকে তুলে ধরুন। আর যদি মনে করেন, একক ক্ষমতা আছে বলে, ক্ষমতার ব্যবহার করে মানুষকে আরো বিপদের দিকে ঠেলে দেবেন, তাহলে মানুষ কার কাছে বলবে এই সমস্যাগুলোর কথা? একটা সুন্দর ও স্বচ্ছ ভারতবর্ষ গড়তে গেলে যাদের সবার আগে দরকার পড়বে সে তো আমাদের মতই আমজনতার। তবে কেন আমজনতাকে নানা সমস্যার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন? মানুষের হেঁসেলে ঢুকে রাজনীতি করাটা কি ঠিক বার্তা দেয়? ক্ষমতা থাকলে তার সঠিক ব্যবহার করাটাই উচিত। ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, একদিন আসবে যেদিন এই আমজনতা হিসাবটা বুঝিয়ে দেবে একেবারে কড়ায়-গন্ডায়। তাসের ঘরের মত ভেঙে যাবে সেই দিন আপনাদের ক্ষমতাটা। আমরা মহাভারতে পড়েছিলাম কংসবধের কথা। তিনিও অহংকার ও দম্ভে মত্ত হয়ে নিজেকে সর্বেসর্বা ভেবেছিলেন। শেষে কি হল, কৃষ্ণের আগমন হল আর কংসমামা ধ্বংস হয়ে গেল।

বিবেক রায় দে
হাওড়া

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং বাদলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়